দৈনিক খবর

01 MAY 1989
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3

মে দিবসের ইতিহাস

—মোহাম্মদ টুটুল

১৮০৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার ধর্মঘটী জুতা শ্রমিকদের নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা চলছিল, সেই মামলায় ফাঁস হয়ে যায় যে, কারখানা মালিকরা শ্রমিকদের উনিশ থেকে কুড়ি ঘন্টা পর্যন্ত খাটিয়ে থাকে। তখনকার প্রচলিত অলিখিত নিয়মানুযায়ী, 'সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত' ছিল দিনের কাজের ঘন্টা। এর বিরুদ্ধে উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানান। সাধারণতঃ চৌদ্দ থেকে উনিশ ঘন্টা পর্যন্ত কাজের দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা তখন নির্ধারিত ছিল না।

১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত কাজের ঘন্টা কমাবার দাবীতে ধর্মঘটের পরে ধর্মঘট অবিরতভাবে চলতে থাকে। অনেক শিল্প কেন্দ্রে দৈনিক দশ ঘন্টা কাজের নিয়ম চালু করার সুনির্দিষ্ট দাবী তোলা হয়। ১৮২৭ সালে বিশ্বের ১ম ট্রেড ইউনিয়ন জন্ম হয় ফিলাডেলফিয়ার গৃহনির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মাধ্যমে। সেই শ্রমিকরা তখন দশ ঘন্টা দৈনিক-এর দাবীতে ধর্মঘট করছিলেন। ১৮৩৪ সালে নিউইয়র্কে রুটি শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিলেন। সেই ধর্মঘটের খবর দিয়ে 'ওয়ার্কিং মেনস্ এ্যাডভোকেট' (মেহনতী মানুষের মুখপত্র) লিখলোঃ

'মিসর দেশে যে ক্রীতদাস ব্যবস্থা চালু আছে তার চাইতেও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে রুটি কারখানার কারিগররা বছরের পর বছর কাটিয়ে থাকেন। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গড়ে আঠারো থেকে কুড়ি ঘন্টাই তাদের খাটতে হয়।'

দশ ঘন্টা রোজের দাবী অতি দ্রুতবেগে আন্দোলনের আকার ধারণ করে, ফলে ১৮৩৭ সালের সংকটের ভেতর দিয়েও যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সরকারী কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য 'দশ ঘন্টা রোজ' বেঁধে দেয়। বেসরকারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও এই আইন কার্যকর করার জন্য পরবর্তী বছরগুলোতে অবিরাম গতিতে সংগ্রাম চলতে থাকে। ১৮৫০ সালের পরে সর্বত্র শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ার প্রবল কর্মোদ্যোগ দেখা দেয়। এই সময় থেকে শ্রমিকরা দশ ঘন্টার স্থানে ৮ ঘন্টা রোজের দাবী তোলেন এবং আমেরিকা থেকে পৃথিবীর সকল উদীয়মান পুঁজিবাদী দেশে ৮ ঘন্টা রোজের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

মে দিবসের জন্মের ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৮৬৬ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। সে বছর আমেরিকার ৬০টি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ ২০শে আগস্ট বাল্টিমোরে মিলিত হয়ে 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই লণ্ডনস্থ 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর সাধারণ পরিষদের সঙ্গে গড়ে ওঠে ইউনিয়নের গভীর সখ্যতা ও নৈকট্য। 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বাল্টিমোর সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়ঃ

'এই দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে পুঁজিবাদীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য এই মুহূর্তের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হলো এমন একটি আইন পাস করা যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যেই সাধারণ কাজের দিন হবে আট ঘন্টা। এই মহান লক্ষ্য পূর্ণ করার পথে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করার সংকল্প আমরা গ্রহণ করছি।'

বাল্টিমোর সম্মেলনের পরবর্তী বছরগুলোতে 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন' বিপুল উদ্দীপনার সাথে সংগ্রাম করে চলে। ১৮৬৯ সালে ইউনিয়ন 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর বেল কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠায়। প্রতিনিধি হিসেবে 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি উইলিয়াম এইচ সিলভিস-এর যোগদানের কথা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের ফলে লসম্মেলনের আগেই সিলভিসের মৃত্যু হয় এবং প্রতিনিধি হিসেবে 'ওয়ার্কিং মেনস্ এ্যাডভোকেট' পত্রিকার সম্পাদক এ সি ক্যামেরন কংগ্রেসে যোগদান করেন। 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর সাধারণ পরিষদ সেই কংগ্রেসে উত্থাপিত এক শোক প্রস্তাবে বলেনঃ

'সকলেরই লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল সিলভিসের উপরে, বিপুল কর্মদক্ষতা ছাড়াও শ্রমিক শ্রেণীর সেনানায়ক হিসেবে তাঁর ছিল দীর্ঘ দশ বছরের অভিজ্ঞতা। সেই সিলভিস আর নেই।'

সিলভিস-এর মৃত্যু 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন'-এর চরম বিপর্যয় ডেকে আনে এবং অচিরেই ইউনিয়ন-এর বিলুপ্তি ঘটে।

১৮৭৩ সালে সারা আমেরিকা জুড়ে শুরু হয় তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও বাণিজ্যিক মন্দা। কাজের ঘন্টা কমাবার আন্দোলন এই সময়কার বেকারী ও দুঃসহ দুরবস্থার ফলে আরও জোরদার হয়ে ওঠে। আর মিল-মালিক শিল্পপতিরা শ্রমিক সংগঠনগুলো ধ্বংস করার অপচেষ্টায় প্রচণ্ডভাবে মেতে ওঠে। পেন্সিলভানিয়ার কয়লা খনি মালিকরা, ১৮৭৫ সালে খনি অঞ্চল থেকে শ্রমিক সংগঠন উচ্ছেদ করার অভিসন্ধিতে দশজন সংগ্রামী খনি শ্রমিককে ফাঁসিতে লটকিয়ে ছিল।

১৮৮০ থেকে ১৮৯০ সাল এই দশ বছরে মার্কিন শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাজারের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে।

তবে এরই মধ্যে ১৮৮৪-৮৫ সালে আমেরিকায় আবারও মন্দার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ইতিমধ্যে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নে ফেডারেশন সংক্ষেপে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার'-এর জন্ম হয়। ১৮৮৪ সালের ৭ই অক্টোবর এ সংগঠনের চতুর্থ সম্মেলনের একটি প্রস্তাবে বলা হয়ঃ

'......১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে দৈনিক আট ঘন্টাকেই কাজের দিন বলে আইনতঃ গণ্য করা হবে। এই সঙ্গে আমরা সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের কাছে সুপারিশ করছি যে, তারা যেন উপরোক্ত তারিখের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজ নিজ এলাকায় আইন-কানুন পরিচালনা করেন।'

একই সাথে 'ফেডারেশন', 'নাইটস অব লেবার'-এর কাছে আবেদন করলেন যাতে করে তারাও আট ঘন্টার দাবীর আন্দোলনের পেছনে সমর্থন জানান। 'নাইটস অব লেবার' 'ফেডারেশন'-এর তুলনায় পুরানো এবং তখনও একটি বর্ধিষ্ণু প্রতিষ্ঠান।

১৮৮৫ সালে 'ফেডারেশন'-এর সম্মেলন থেকে পরবর্তী বছরে পয়লা মে ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত পুনরায় ঘোষণা করা হয়। কয়েকটি জাতীয় ইউনিয়ন আসন্ন সংগ্রামের জন্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে। এই ইউনিয়নগুলোর মধ্যে কার্পেন্টার ও সিগার মেকারদের ইউনিয়ন দু'টো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মে দিবসের আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফল ফলতে আরম্ভ করে; ইউনিয়নগুলোর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'নাইটস অব লেবার' দ্রুতবেগে প্রসার লাভ করতে থাকে। 'ফেডারেশন'-এর তুলনায় 'নাইটস অব লেবার' অধিক পরিচিত ছিল। তখন এটাকে একটি সংগ্রামী সংগঠন বলে মনে করা হতো। এর সদস্য সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে বেড়ে ৭ লক্ষে পৌঁছায়। ৮ ঘন্টা কাজের আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন 'ফেডারেশন' ধর্মঘটের তারিখও স্থির করেছিল 'ফেডারেশন 'ধর্মঘটের তারিখও স্থির করেছিল ফেডারেশন' ফলে 'ফেডারেশন'-এর সদস্য সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। ধর্মঘটের দিনটি দ্রুত ঘনিয়ে আসছিল, এলাকায় এলাকায় আট ঘন্টা শ্রম সমিতি গড়ে উঠছিল, অসংগঠিত শ্রমিকরাও দ্রুত সংগঠনভুক্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু অচিরেই একটি গোপন ব্যাপার ধরা পড়লোঃ 'নাইটস অব লেবার' গোপনে আসন্ন ধর্মঘটের বিরোধিতা করছে। তারা ধর্মঘট না করার জন্যও গোপনে পরামর্শ দিচ্ছে। এই অবস্থায় বিশ্বাসঘাতক নেতাদের সমুচিত জবাব দেবার জন্য 'ফেডারেশন' ধর্মঘটকে আরো জোরদার করার প্রস্তুতি নিলেন।

অবশেষে এলো ১লা মে। ১৫৭২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুললো, ৬ লক্ষ শ্রমিক যোগ দিল ধর্মঘটের মিছিলে। ১১ হাজার ৫শ' ৬২টি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করলেন। 'নাইটস অব লেবার' নেতাদের খোলাখুলি অন্তর্ঘাত সত্ত্বেও ছয় লক্ষ শ্রমিক আন্দোলনের ৮ ঘন্টা দাবীতে কণ্ঠ মেলালেন। শুরু হয়েছিল শিকাগো শহরে। সেখান থেকে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়লো নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, মিলওয়াকী, সিনসিয়াটি, সেন্ট লুই, পিট্সবুর্গ, ডেট্রয় এবং আরো অনেক শহরে।

১লা মে'তে শিকাগোতে শ্রমিকদের এক বিরাট সমাবেশ হয়। শহরে সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলনের ডাকে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে এসেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুরাও নিষ্ক্রিয় ছিলো না। ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর নামিয়ে দেয়া হয়েছিল পুলিশের হিংস্র হামলা। ১লা মে'র পথ ধরে ৩রা মে 'ম্যাক কমিক রিপার' কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের এক সভায় পুলিশ জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ছ'জন শ্রমিকদের হত্যা করে, আহত করে অনেককে। পুলিশের এই বর্বরতার প্রতিবাদে ৪ঠা মে 'হে' মার্কেটে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভাতেও সমেত শ্রমিকদের উপর পুলিশ আবার আক্রমণ করে। ভিড়ের মধ্যে একটি বোমা এসে পড়ে এবং তার আঘাতে একজন সার্জেন্ট নিহত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই বেঁধে যায় লড়াই। সে লড়াইয়ে নিহত হয় সাতজন পুলিশ ও চারজন শ্রমিক।

হে মার্কেটে রক্তের প্লাবন, পার্সনস, স্পাইজ, ফিসার ও এঞ্জেলের ফাঁসির মঞ্চে নির্বিচারে প্রাণ হরণ, শিকাগোর সংগ্রামী শ্রমিক নেতাদের কারাগারে প্রেরণ— এই হলো শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের জবাব। তাতে আন্দোলন কিন্তু থেমে রইলো না। মে দিবস আন্তর্জাতিক দিবসে পরিণত হলো।

১৮৮৯ সালে প্যারিসে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে নানা দেশের সংগঠিত সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জড়ো হন। সেই সম্মেলনের উদ্বোধনী সভায় দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা আমেরিকার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে শুনতে পান ১৮৮৪-৮৬ সালের আট ঘন্টা আন্দোলনের এবং সাম্প্রতিক পুনরুজ্জীবনের কাহিনী। কাহিনী শুনে প্যারিস সম্মেলনে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়ঃ

'যাতে করে একটি নির্দিষ্ট দিবসে সমস্ত দেশের সমস্ত শহরে মেহনতী মানুষ তাদের নিজ নিজ সরকারের কাছে আট ঘন্টা কাজের সময় আইন করে বেঁধে দেবার দাবী উত্থাপন করতে এবং এই কংগ্রেসে গৃহীত অন্যান্য সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস একটি বিশাল আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। যেহেতু ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সেন্ট লুই সম্মেলনে 'আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবার' ১৮৯০ সালের ১লা মে তারিখ অনুরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, সেহেতু উক্ত তারিখটিকেই আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হলো।'